চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৩.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে ডা. শাহাদাত হোসেন

আর্তমানবতার সেবায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

চট্টগ্রামে আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত সামাজিক সংগঠন ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মেডিকেল ক্যাম্পে অসহায় ও নিম্নআয়ের মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে শুলকবহর ওয়ার্ডস্থ ভরা পুকুর মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে তিনি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং নিজে বিনামূল্যে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন, যা উপস্থিত রোগী ও স্বজনদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, মানবসেবা সর্বোচ্চ মানবিক দায়িত্ব। সমাজে এখনও অনেক মানুষ আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মতো সংগঠনগুলো যেভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য খাতে ভর্তুকি প্রদান করছে। সাধারণ মানুষ যেন স্বল্প ব্যয়ে উন্নত চিকিৎসা পায়, সে লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে নগরীর মেমন মাতৃসদন হাসপাতালে শিশুদের জন্য আধুনিক এনআইসিইউ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা চালু হলে সংকটাপন্ন শিশুদের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত হবে। মেয়র বলেন, চসিকের আওতাধীন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধাপে ধাপে উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসাসেবা চালু করা হচ্ছে। দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরবাসীর আস্থা ফিরিয়ে আনা আমাদের লক্ষ্য। সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো একসঙ্গে কাজ করলে একটি মানবিক ও সুস্থ নগর গড়ে তোলা সম্ভব। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর ড্যাবের সভাপতি প্রফেসর ডা. আব্বাস উদ্দীন। ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উপদেষ্টা ডা. গোলাম কাদের চৌধুরী নোবেলের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক কাজী বেলাল উদ্দীন, সদস্য মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, কামরুল ইসলাম, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা ড্যাবের সাধারণ সম্পাদক ডা. বেলায়েত হোসেন ঢালী, ড্যাব নেতা ডা. শাহনেওয়াজ সিরাজ মামুন, ডা. রিফাত কামাল, শাহিদুর রহমান বেলালসহ ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উপদেষ্টা ও সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কাজী শামসুল আলম। সার্বিক সহযোগিতা করেন হাসান চৌধুরী ওসমান।

সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদার করবে বাংলাদেশ–দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের জন্যই নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। শনিবার থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত “কোরিয়ান মুভি এন্ড কে-পপ ফেস্ট” অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ— এই তিন স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। দুই দেশের সম্পর্ক আজ সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে। ঢাকা ও সিউলে উভয় দেশের দূতাবাস এই সম্পর্ককে আরও গতিশীল করছে।” তিনি বলেন “বর্তমানে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য ও হিমায়িত সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে। অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিকস, কেমিক্যাল ও স্টিল পণ্য আমদানি করা হচ্ছে।”মেয়র আরও বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশ। বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও অবকাঠামো খাতে কোরিয়ান বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নে বড় ভূমিকা রাখছে। ইয়ংওয়ান কর্পোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এর উজ্জ্বল উদাহরণ।”ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন,কোইকা (KOICA)-এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইসিটি ও অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করছে। কোরিয়ার বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীরা আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জন করছে, যা দেশের

উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।"মেয়র বলেন, ইপিএস (EPS) কর্মসূচির আওতায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত। তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করছে।"
তিনি বলেন,"কোরিয়ান মুভি ও পপ সংস্কৃতি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। সাংস্কৃতিক আয়োজন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক সংস্কৃতি বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার এই বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা একটি টেকসই ও কল্যাণভিত্তিক অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে চাই।"অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক (Park Young Sik), কোরিয়া প্রজাতন্ত্র দূতাবাসের কনসাল মোহাম্মদ মহসিন (Mohammad Mohsin), চট্টগ্রামে কোরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান পাইক (Paik),উরি ব্যাংক চট্টগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপক রাকিবুল হাসান (Raqibul Hasan), থিয়েটার ইনস্টিটিউটের পরিচালক অভিক ওসমান, বিডি কে-ফ্যামিলির প্রতিষ্ঠাতা তাসনুভা জাহান (Tashnuva Zahan) সহ কোরিয়ান কমিউনিটির সদস্য, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

চকবাজার থানা যুবদলের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন
পুরো দেশের মানুষ এখন নির্বাচনমুখী

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, পুরো দেশের মানুষ এখন নির্বাচনমুখী। নির্বাচন নিয়ে দেশের মানুষ এখন ঐক্যবদ্ধ। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত রাজনৈতিক দল। অতীতে যারা ক্ষমতায় এসে ভুল পথে রাজনীতি করেছে, তারা কখনোই জনগণের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারেনি। তাই ভোট কোনোভাবেই অপচয় করা উচিত নয়। ভোট দেওয়ার আগে জনগণকে সচেতনভাবে চিন্তা করতে হবে, কাকে ভোট দিলে দেশ পরিচালনায় সক্ষম একটি সরকার গঠিত হবে এবং যে নেতৃত্ব জনগণের পাশে থেকে উন্নয়নের অংশীদার হতে পারবে। তিনি শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে পশ্চিম বাকলিয়া ডিসি রোড়স্থ মিয়ার বাপের মসজিদের সামনে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় চকবাজার থানা যুবদলের উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহাফিল ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। চকবাজার থানা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মো. সেলিমের সভাপতিত্বে এবং সি. যুগ্ম আহবায়ক মো. সোহেল ও সাদ্দামুল হকের পরিচালনায় এতে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম ৯ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান। অনুষ্ঠানে তিনি দীর্ঘদিনের ত্যাগী রাজনীতিবিদ জননেতা আবু সুফিয়ানের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, প্রায় চার থেকে পাঁচ দশক ধরে রাজনীতিতে যুক্ত থেকেও তিনি ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা নেননি। তাকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হলে তিনি এলাকার মানুষের দাবি ও অধিকার জাতীয় সংসদে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। এ সময় উপস্থিত জনসাধারণকে ভোট দিয়ে তাকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। নিজের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, তিনি অতীতে বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে মেয়র হিসেবে নগরবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাকলিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় বছরের পর বছর ধরে চলমান জলাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ইনশাল্লাহ সামনে আরও কমবে। তিনি জানান, এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ শতাংশ উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ কাজের মধ্যে রয়েছে খাল ও নালা সংস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম। সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে মেয়র বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় চট্টগ্রাম নগরে চার লাখ পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কম দামে পাচ্ছে। পাশাপাশি বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও পুনর্বাসন ভাতার সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে। প্রধান বক্তার বক্তব্যে আবু সুফিয়ান বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলা প্রত্যেক প্রার্থীর নৈতিক দায়িত্ব। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে বিএনপি সর্বদা আইন ও বিধি মেনে রাজনীতি করে। সেই লক্ষ্যে আমি আমার নির্বাচনী এলাকার সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে অনুরোধ করছি, যার যার অবস্থান থেকে আমাদের সব ব্যানার ফেস্টুন খুলে ফেলতে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং কোথাও আচরণবিধি লঙ্ঘন যেন না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. মহসিন, আনেয়ার হোসেন লিপু, বিএনপি নেতা হাজী ওমর ফারুক, আলহাজ্ব নাছির মিয়া, আলহাজ্ব জাকির হোসেন, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, এম এ হামিদ, গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া, নবাব খাঁন, রমজু মিয়া, মহানগর যুবলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা, নাছির উদ্দিন চৌধুরী নাসিম, রেজিয়া বেগম মুন্নি, কামরুনেচ্ছা, আবদুর রহিম, মো. আনাস, শিহাব খালেদ মুন্না প্রমুখ।

ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিলে ডা. শাহাদাত হোসেন
ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনা অত্যন্ত আতঙ্কজনক

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনা অত্যন্ত আতঙ্কজনক। রাজনৈতিক মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার দমনে পরিকল্পিতভাবে বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার অপচেষ্টা চলছে। ওসমান হাদির ওপর গুলি চালানো তারই একটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত। এই হামলা শুধু একজন ব্যক্তির উপর নয়, এটি গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সহনশীলতার ওপর সরাসরি আঘাত। একটি অশুভ শক্তি ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তারা কোনদিনও সফল হতে পারবে না। তিনি শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরীর চকবাজারের ধনীর পুল এলাকায় ঢাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ও চট্টগ্রাম ৮ আসনের বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণায় গুলিবর্ষণকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবিতে চট্টগ্রাম ৯ আসন বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশ এখন অত্যন্ত সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী

প্রতিটি দল ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে বলেই অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছে। অবিলম্বে হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ৯ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. মহসিন, আনেয়ার হোসেন লিপু, বিএনপি নেতা আলহাজ্ব জাকির হোসেন, এম এ হামিদ, গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া, নবাব খাঁন, রমজু মিয়া, মহানগর যুবলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা, নাছির উদ্দিন চৌধুরী নাসিম, রেজিয়া বেগম মুন্নি, কামরুনেচ্ছা, আবদুর রহিম, মো. আনাস, শিহাব খালেদ মুন্না প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮